মাওয়ায়েজে সাহাবা

সালেহ আহমদ শামী

মাওয়ায়েজে সাহাবা

সাহাবিদের অনুপম কথামালা

অনুবাদ ⁞ মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন
সম্পাদনা ⁞ যায়েদ মুহাম্মদ

চেতনা

চেতনা

মাওয়ায়েজে সাহাবা

অনুবাদ মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন
সম্পাদনা যায়েদ মুহাম্মদ

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২২

প্রকাশক খুরশিদ আমজাদী
স্বত্ব প্রকাশক
ব্যবস্থাপক বোরহান আশরাফী
সার্বিক সমন্বয় সুফিয়ান আহমেদ

প্রকাশনায় চেতনা
১১/১, ইসলামী টাওয়ার
দোকান নং-২০ (১ম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭৯৮-৯৪৭৬৫৭
০১৩০৩-৮৫৫২২৫

অনলাইন পরিবেশক সমাহার.কম, ওয়াফি লাইফ, কইককার্ট, নাহাল, বইবন্ধু
সিগনেচার অব নুর, বুকলাইফি বিডি, পাঠকসেবা
মুদ্রণ মা মনি প্রিন্টার্স, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
প্রচ্ছদ নন্দন
পৃষ্ঠাসজ্জা আবু ওয়ারদাহ

মুদ্রিত মূল্য **৬৮০ ৳**

© প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

অর্পণ

কামনা করি—মাহফিল-সম্মেলনের প্রচলিত ধারার বিদায় ঘটবে, সূচনা হবে নসিহাহ ও মাওয়ায়েজে হাসানার নববি ধারার; এ লক্ষ্যে যেসব ভাই কাজ করে যাচ্ছেন এবং যাবেন, তাদের সুগম পথচলা ও সমৃদ্ধি কামনায়...

—অনুবাদক

সূ চি প ত্র

ভূমিকা ৩৭
উত্তম কথা ৪১
এ বইয়ের আলোচ্য বিষয় ৪৩

আর-রাকায়িক ৪৭

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশমালা ৪৭
আল্লাহর জিকির ৪৯
দুআ ৫১
ইসলামের নীতিমালা ৫২
সুন্নত আঁকড়ে থাকা ৫৬
আমলের সুযোগ ৫৬
দুনিয়া ৫৭
দুনিয়ার লোভ-লালসা ৫৮
আল্লাহর নেয়ামতকে তুচ্ছ না ভাবার উপায় ৬০
পরকালের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ৬০
দ্রুত তাওবা করে নেওয়া ৬০
সাইয়েদুল ইসতেগফার ৬১
অর্থসম্পদ ৬২
সদকার প্রকার ৬৩
উত্তম বিষয়সমূহ ৬৩
পূর্ণাঙ্গ ঈমান ৬৪
আগেভাগে আমল করে নেওয়া ৬৪
মুমিনের সব বিষয়ই কল্যাণকর ৬৪
যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎকে ভালোবাসে ৬৫
গুরাবাদের জন্য সুসংবাদ ৬৫
৬০ বছর বয়সী ব্যক্তির ওজর ৬৬
কেবল আমল বাকি থাকবে ৬৬
কম হাসির নসিহত ৬৭
কথাবার্তা ৬৭

ভয় ও আশা ৬৮
নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ ৬৯
যদি তোমরা কোনো গুনাহ না করতে ৭০
খোদাভীরুতা আঁকড়ে থাকা ৭০
এলোমেলো চুলবিশিষ্ট মানুষ ৭০
দুধরনের চোখ ৭১
মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা ৭১
সালেহিনদের সংখ্যা কমে যাবে ৭১
গুরুত্বপূর্ণ আমলসমূহ ৭২
পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় ৭৩
কবরজগৎ ৭৩
হাশরের মাঠের অবস্থা ৭৪
ভালোবাসা ৭৪

সাহাবায়ে কেরামের উপদেশমালা

আবু বকর সিদ্দিক রা.

পরিচয় ৭৯
অনুপম বিনয় ৮০
তোমরা নিজেদের হিসাব গ্রহণ করো ৮১
সতর্কীকরণ ৮১
কিছু কায়দা ও মূলনীতি ৮১
পার্থিব চাকচিক্য ও জৌলুসের আকর্ষণ ৮৩
মুমূর্ষু অবস্থায় কিছু দিরহাম ৮৩
বদরি সাহাবিগণ এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ৮৩
বৃক্ষ হওয়ার ইচ্ছা ৮৪
জবানের বিপদ ৮৪
নানাত ৮৪
আল্লাহর ব্যাপারে সংকোচ ৮৪
রাজাবাদশারা যখন সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় ৮৪
আপনাকে জীবন দান করবে ৮৬
গালিগালাজের পরিণতি ৮৬
অনুভূতির উত্তরাধিকার ৮৬

মাওয়ায়েজে সাহাবা ⁞ ৯
বিপদ এবং কথাবার্তা ৮৬
সর্বশেষ খুতবা ৮৬
খোদাভীতি ৮৭
অতীত থেকে শিক্ষাগ্রহণ ৮৭
দুনিয়া থেকে সতর্ক থাকা ৮৭
যাতে কোনো কল্যাণ নেই ৮৮
পরকালের মাধ্যমে উপদেশ প্রদান ৮৮
কাউকে তুচ্ছ মনে না করা ৮৯
মুসলমানদের রক্ত এবং সম্মান ৮৯
কোমল হৃদয় ৯০
কান্নার ভান করা ৯০
আল্লাহর নিকট সুস্থতা কামনা করো ৯০
মুমিনের প্রতিদান ৯০
অহংকার থেকে বেঁচে থাকো ৯১
সম্মান ও সচ্ছলতা ৯২
পরকালের উদ্দেশ্যে আমল করা ৯২
নামাজ এবং জাকাত ৯৩
প্রয়োজন পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকা ৯৩
চিকিৎসক ৯৪
দিরহাম ৯৪
নফসের সাথে শত্রুতা ৯৪

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.

পরিচয় ৯৫
আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি সতর্ক থাকুন ৯৬
ছেলের প্রতি অসিয়ত ৯৬
দুআ ৯৭
একাকিত্ব অবলম্বন ৯৭
পরীক্ষা ৯৭
কল্যাণকামনা ৯৭
উমর মারা গেছে ৯৮
ইখলাসের দুআ করা ৯৮
সুন্নাহর মাধ্যমে সমাধান ৯৮
নিজের হিসাব নাও ৯৮

বঞ্চিত করা হয় না ৯৮
কল্যাণকাজের মূল ৯৯
মানুষ তিন ধরনের ৯৯
আমি ধোঁকাবাজ নই ১০০
সংশোধন ১০০
নারীদের তিন শ্রেণি ১০০
দ্রুত হাঁটা ১০০
সন্তুষ্টি ১০১
যদি কেয়ামত দিবস না থাকত ১০১
কোনো পরোয়া নেই ১০১
জুলুম-নির্যাতন ১০১
রিজিক অন্বেষণ ১০১
মানুষের জন্য যা যথেষ্ট ১০২
রাজদরবারে যাওয়া ১০২
নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা থেকে বিরত থাকবে ১০২
পাপাচার পরিত্যাগ করাই কল্যাণকর ১০৩
বিষয় তিন ধরনের ১০৩
ইখলাস বা আমলের উদ্দেশ্য ১০৩
গভর্নরদের দায়িত্ব ১০৪
মুসলিমদের মর্যাদা ১০৪
শিকল ১০৫
গাধার চেয়ে নিকৃষ্ট ১০৫
আশঙ্কার বিষয় ১০৫
কষ্টদায়ক কথা ১০৫
নেতা বা সরদারের বৈশিষ্ট্য ১০৫
ব্যক্তিত্ববোধ ১০৫
হায়, যদি হতাম... ১০৬
উমর রা.-এর ভয় ১০৬
শাসকের দায়িত্ব ১০৬
আশা ও ভয় ১০৬
খলিফা যখন ঋণ করেন ১০৬
আল্লাহর সাহায্য ১০৭
মন্দ ভাষা ১০৭
নফসের শান্তি ১০৭

নির্দেশনা মান্য করার ক্ষেত্রে খলিফার পরিবার ১০৮
আল্লাহর কিছু বান্দা রয়েছে ১০৮
নিজেদের হিসাব নাও ১০৮
অন্তরের মৃত্যু ১০৯
মন্দের পরিচয় জানা ১০৯
পরবর্তী খলিফার প্রতি হজরত উমরের অসিয়ত ১০৯
তোমরা কুরআন কারিম তেলাওয়াত করো ১১০
পেশা ১১০
ইসলামের মর্যাদা ১১১
ইখলাসপূর্ণ নিয়ত ১১১
তোমাদের দুনিয়া ১১১
ধৈর্য ১১১
তাওবাকারীদের সাথে ওঠাবসা ১১১
জ্ঞানের পাত্র ১১২
তাহলে রক্ষণাবেক্ষণ এবং মানুষের চোখের লজ্জিত হওয়ার বিষয়টি কোথায় যাবে? ১১২
তোমাদের সন্তানদের শিক্ষা দাও ১১২
উত্তম কথামালা ১১২
আরবি ব্যাকরণ শেখা ১১৩
সবর ও শোকর ১১৩
হজরত আবু মুসা আশআরি রা.-এর প্রতি তার চিঠি ১১৩
বন্ধু-শত্রুর পরিচয় জানা ১১৪
দুই ধরনের অন্বেষণকারী ১১৪
নিজের ব্যাপারে উদাসীন হবে না ১১৪
উম্মাহর ইসলাহ ১১৫
পরিচিত দুআ ১১৫
জাহেলি যুগের দুআ ১১৫
যা মন চাইবে তা-ই কি কিনে ফেলবে? ১১৬
পৃথিবীর শাসকদের জন্য ভর্ৎসনা ১১৬
ফারায়েজ শিক্ষা করো ১১৬
ধ্বংসশীল দুনিয়াকে নষ্ট করে দাও ১১৭
ইবাদতকারী ১১৭
মনের রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা ১১৭
দোষত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া ১১৭
বংশ এবং আমল ১১৮

ভাষার পণ্ডিত ১১৮
যে আলেম দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা রাখে ১১৮
নামাজের একাগ্রতা ১১৮
জ্ঞানের চাদর ১১৯
আশা না রাখাটাই হলো ধনাঢ্যতা ১১৯
দরিদ্রের পরিচয় ১১৯
জবানের ভুল ১১৯
একাকিত্ব অবলম্বন ১১৯
নেতৃত্ব ও ফিকহ ১১৯
ধীরস্থিরতা অবলম্বন ১২০
সঠিক হওয়ার আলামত ১২০
প্রশংসা থেকে দায়মুক্তি ১২০
তরুণদের গড়ে তোলা ১২০
ইলমের আবশ্যকীয় বিষয় ১২১
তাকওয়া ১২১
তারা সঞ্চয় করে কিন্তু খরচ করে না ১২১
বিনয় ১২১
অপচয়ের স্বরূপ ১২২
দ্বীন হলো তাকওয়ার নাম ১২২
ব্যক্তির আমানত ১২২
প্রয়োজন পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকা ১২২
আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান ১২৩
পরজীবী হবে না ১২৩
দুনিয়াবিমুখতা ১২৩
ইলমের জন্য গাম্ভীর্য ১২৩
বিনয়ের মূল ১২৩
ইলমি মজলিস ১২৪
প্রকাশ্য কাজ ১২৪
ইসলামি শরিয়ায় রয়েছে সম্মান ১২৪
বিপদে যে নেয়ামত পাওয়া যায় ১২৪
আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান ১২৫
এমন শরিকানা-ব্যবসা যাতে রয়েছে আল্লাহর অংশ ১২৫
মোটা পোশাক পরিধান করো ১২৫
সচ্ছলতা ও দরিদ্রতার প্রতি সন্তুষ্টি ১২৫

মাওয়ায়েজে সাহাবা ⁞ ১৩
সর্বোত্তম আমল ১২৫
লেনদেনসংক্রান্ত জ্ঞান ১২৫
খোদাভীরুতা ১২৬
বিষয়গুলো যখন সঠিক হয়ে ওঠে ১২৬
যা কষ্টের কারণ হয় তা-ই মুসিবত ১২৬
দুনিয়ার সৌন্দর্যে আনন্দ ১২৬
সেনাপতির প্রতি নসিহত ১২৬
রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের শর্ত ১২৭
পরবর্তী খলিফার প্রতি উমরের অসিয়ত ১২৮
যা আপনার কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ১২৮
আজকের কাজ আগামী দিনের জন্য রাখবেন না ১২৮
সাহসিকতা ও ভীরুতা মানুষের স্বভাবগত বিষয় ১২৯
হিকমত ১২৯
কিছু প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী ১২৯
আটা ছাঁকার প্রয়োজন নেই ১৩১
নেয়ামত ১৩১
আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে ভালোবাসেন ১৩১
বলুন, আমি জানি না ১৩১
অশ্রুসিক্ত কান্না ১৩২
সাহস, সহনশীলতা, কৃপণতা ও অক্ষমতা ১৩২
মানুষ চেনার পদ্ধতি ১৩২

উসমান বিন আফফান রা.

পরিচয় ১৩৩
তাকওয়া ১৩৪
মৃত্যুপরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি ১৩৫
একজন মুসলমান দুনিয়াকে কীভাবে দেখবে ১৩৫
উসমান রা.-এর ভয় ১৩৬
কুরআন কারিম তেলাওয়াত ১৩৬
যা সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়ে যায় তা আর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে না ১৩৬
উম্মতের বিপদ ১৩৭
ধোঁকার ঘর ১৩৭
দুনিয়া আস্থার কোনো জায়গা নয় ১৩৮
অধিক পরিমাণে কল্যাণকাজ করা ১৩৮

অপরাধীদের আকাঙ্ক্ষা ১৩৯
কোনোকিছু লুকানো ১৩৯
অন্তরগুলো যদি পবিত্র হতো ১৩৯
খাবার এবং খাবার ১৩৯
পরকালের প্রথম ঘাঁটি কবর ১৩৯
কাজের চাদর ১৪০
সৎকাজের আদেশ ১৪০

আলি বিন আবু তালেব রা.

পরিচয় ১৪১
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিগণ ১৪২
হেদায়েতের আলোকবর্তিকা ১৪৩
আলেমের হক ১৪৩
দুনিয়া ১৪৩
ভীতসন্ত্রস্তরা ১৪৩
আমি আশাবাদী ও ভীত ১৪৪
ইসতেগফার ১৪৪
আশা-আকাঙ্ক্ষার দিনগুলোয় আমল করে নেওয়া ১৪৪
আগ্রহ আছে বটে কিন্তু আমলের নাম নেই ১৪৫
সর্বোত্তম ইবাদত ১৪৫
মধ্যমপন্থা ১৪৫
বিনয় ও আত্মমর্যাদা ১৪৬
বড়দের মতামত ১৪৬
তুমি দুনিয়াকে মন্দ বলো না ১৪৭
যা নেই তার জন্য নিজেকে কষ্ট দেবেন না ১৪৭
প্রজ্ঞা অর্জন করো ১৪৮
আল্লাহর রহমত ১৪৮
আল্লাহ যা পছন্দ করেন ১৪৮
মাঝে থাকবেন ১৪৯
হকের পরিচয় লাভ ১৪৯
কবরবাসীদের সালাম ১৪৯
যদি মৃত ব্যক্তিদের কথা বলার অনুমতি দেওয়া হতো ১৫০
দুআ এবং আশা ১৫০
ফকিহ ১৫১

মৃত্যুপরবর্তী জীবনকে ঘিরে যেন আপনার চিন্তাভাবনা আবর্তিত হয় ১৫১
আমি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আপনাদের সংশোধন করতে পারব না ১৫২
তোমরা পরকালের বাসিন্দা হয়ে যাও ১৫২
মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা ১৫২
আমল কবুল হওয়া ১৫২
খুব দ্রুত সুযোগ কাজে লাগানো ১৫৩
আল্লাহ কোথায় ১৫৩
কল্যাণ ১৫৩
পাঁচটি বিষয় স্মরণ রাখবে ১৫৩
কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান ১৫৪
বুদ্ধি এবং মূর্খতা ১৫৪
কুমাইল বিন যিয়াদের প্রতি উপদেশ ১৫৪
পবিত্র অন্তর ১৫৬
ইলমের ফোয়ারা ১৫৭
তাকওয়া হলো রক্ষাকবচ ১৫৭
এমন এক দূত যে দরজায় করাঘাত না করেই চলে আসবে ১৫৮
সবর ১৫৮
অন্তরকে প্রশান্তি দাও ১৫৯
মানুষের সরদার ১৫৯
বিপদ-মুসিবত এক পরীক্ষার নাম ১৫৯
তুমি নিজেই নিজের অভিভাবক হয়ে যাও ১৫৯
কতই-না দ্রুত তোমাকে পেয়ে বসবে ১৬০
দুনিয়াবিমুখতা ১৬০
একজন আলেম সাধারণ মানুষের সামনে আলোচনা করবেন কীভাবে? ১৬০
অবশ্যম্ভাবী যাত্রা ১৬০
ছেলে মুহাম্মাদের প্রতি চিঠি ১৬৩
সম্প্রদায় ও ব্যক্তি ১৬৫
যে ব্যক্তি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও নিকট চায় ১৬৬
প্রজ্ঞাপূর্ণ কয়েকটি বাণী ১৬৭
দূরত্ব ১৬৮
কোমল কথা ১৬৮
সহনশীলতার প্রতিদান ১৬৮
ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না ১৬৮
মন্দ চরিত্র ১৬৮

কারামত ১৬৯
পুত্র হাসানের উদ্দেশে লিখিত চিঠি ১৬৯
আহলে ইলম ১৭১
মানুষের তিন শ্রেণি ১৭১
যাকে যার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ১৭১
কবরের পাশে প্রদত্ত নসিহত ১৭১
সান্ত্বনা ১৭৪
ইলম ও অর্থসম্পদ ১৭৪
তাকদির ১৭৪
জিহাদের ব্যাপারে অলসতা ১৭৫
ব্যক্তির যোগ্যতা ১৭৭
সবকিছু নিজের জন্যই ১৭৭
ব্যক্তির সফলতা ১৭৭
ইলমের বিলুপ্তি ১৭৭
প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি ১৭৮
পরিবারপ্রধানই তা বহন করে নিয়ে যাওয়ার অধিক হকদার ১৭৮
সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ১৭৮
আমলের মাধ্যমে আটকা পড়ে গেছি ১৭৮
রাস্তায় ১৭৮
প্রজ্ঞা অর্জন করা ১৭৮
তালি দেওয়া জামা ১৭৯
সর্বোত্তম মুসলমান ১৭৯
সদাচরণ ১৭৯
শেষ যুগের মুসলমান ১৭৯
ইলমের চর্চা ১৮০
অহংকারী আলেম ১৮০
ইসতেগফার ১৮০
অন্যায় কাজে আপত্তিকারীদের সংখ্যাস্বল্পতা ১৮০
ছাত্রের জন্য পালনীয় আদব-শিষ্টাচার ১৮০
আলেমের হাসি ১৮১
ইলমের প্রতি অনাগ্রহ ১৮১
ইলম ও আমল ১৮১
আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন ১৮২
কারও অনুসরণ করা থেকে বেঁচে থাকো ১৮২

ফসল ১৮২
জান্নাত লাভ করা ১৮২
লৌকিকতার নিদর্শন ১৮৩
প্রয়োজনীয় জিনিসপাতি বহন করে নিয়ে যাওয়া ১৮৩
বুদ্ধিমানরা যে কারণে দরিদ্র হয়ে থাকেন ১৮৩
নিরাশা সবচেয়ে বড় গুনাহ ১৮৩
দুনিয়া হলো ক্ষণস্থায়ী বস্তু ১৮৪
অন্তরের দৃষ্টান্ত ১৮৫
প্রবৃত্তি ও জান্নাত ১৮৫
দুনিয়ার মোহে আক্রান্ত হওয়া ১৮৫
গভর্নররা জনসাধারণের সামনে না আসার সমস্যা ১৮৬
বক্তা কী বলেছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ ১৮৬
অটুট ভ্রাতৃত্ব ১৮৬
গুনাহ এবং আল্লাহর রহমত ১৮৬
ভয় এবং আশার মধ্যকার ভারসাম্য ১৮৬
চারটি সময় ১৮৭
পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হক উসুল ১৮৭
মৃত্যু হলো এক ঢাল ১৮৭
মোটা জামা ১৮৭
পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রে অন্যদের অনুসরণ ১৮৮
মৃত্যু এবং তার পরবর্তী জীবন ১৮৮
সৎকাজের আদেশ না করা ১৮৯
মহানুভব আচরণ ১৮৯
সৎকাজের আদেশ করা ১৯০
লেনদেনের বিধিমালা ১৯০
দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিরা ১৯০
চার ও চার ১৯০
আমল না করে কেবল আশা করে বসে থাকা ১৯১
বিপদ এবং ধৈর্য ১৯২
ইসলামের নাম ১৯৩
মৃত্যুপরবর্তী জীবনকে সুসংবাদ ১৯৩
বিপদ-আপদ ১৯৪
নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী ১৯৪
মুত্তাকিদের সাহচর্য ১৯৫

সহনশীলতা এবং ব্যক্তিত্ব ১৯৫
দুনিয়ার পরিচয় ১৯৫
দুনিয়া হলো এক মৃত লাশ ১৯৫
সম্পদ রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ো না ১৯৬

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.

আপনার প্রয়োজন আমি বুঝতে পেরেছি ১৯৭
ভালো আমলের প্রভাব ১৯৭
তাদের ছায়াতলে আমি থাকতে চাই ১৯৮
চড়ুইপাখির দৃষ্টান্ত ১৯৮
যদি আমি এমন হতাম ১৯৮
নফসের হিসাবনিকাশ ১৯৮

তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রা.

পরামর্শ ১৯৯
মানুষের সাথে ওঠাবসা ১৯৯
দানশীলতা এবং কার্পণ্য ১৯৯

যুবায়ের বিন আওয়াম রা.

সুন্নতের প্রামাণিকতা ২০০
আমলের গোপন ভান্ডার ২০০
ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে অসিয়ত ২০০
আত্মমর্যাদা ও ক্ষমা ২০১

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.

সচ্ছলতা এবং বিপদ-মুসিবত ২০২
বিনয় ২০২
সকল কল্যাণ দুনিয়াতেই পেয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ২০২

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.

সন্তানের প্রতি হজরত সাদ রা.-এর অসিয়ত ২০৪
ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা ২০৪
তা আমাদের দ্বীন-ধর্মে প্রভাব ফেলেনি ২০৫
অহংকার ২০৫
অল্পেতুষ্টি ২০৫

হাদিসে বর্ণিত দুআ ২০৫
ফিতনার সময় পথ সুস্পষ্ট থাকা ২০৬
আল্লাহ তাআলার ফয়সালাই হলো সর্বোত্তম ২০৭

সাইদ ইবনে যায়েদ রা.

সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব ২০৮

আবু জর গিফারি রা.

দীর্ঘ সফরের পাথেয় ২০৯
একাকিত্ব ২১০
ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতি ভালোবাসা ২১০
সম্পদের অংশীদার ২১০
বিষয় দুটি কতই-না অপছন্দনীয় ২১১
রাজদরবারে যাওয়া ২১১
সামান্য দুআ ২১১
সামান্য সম্পদের প্রতি ঈর্ষা ২১২
সৎসঙ্গী ২১২
যদি তোমরা জানতে ২১২
কঠিন হিসাব ২১২
আমার নফস হলো আমার বাহন ২১২
অধিকাংশ মানুষের অবস্থা ২১৩
চিঠি ২১৩
প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয় ২১৪
জাহান্নামের পুল ২১৪
ইলম গোপন করব না ২১৪
দুটি প্রজন্মের অবস্থা ২১৫
এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহর আনুগত্য করে থাকি ২১৫
আপনাদের সামানাপত্র কোথায় ২১৫
আমি তখন গোলাম হয়ে যাব ২১৬
যেদিন আমি দরিদ্র হয়ে যাব ২১৬
কারা ভালো আর কারা মন্দ ২১৬
আকাঙ্ক্ষা ২১৭
জ্ঞানের চাদরে আবৃত করা ২১৭
কাঁটাদার ঘাঁটি ২১৭

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.

মাকবুল আমল ২১৮
আল্লাহর খাজাঞ্চি ২১৮
ইলম ও আমল ২১৯
চাটুকারিতা ২১৯
অপছন্দনীয় বিষয় দুটি কতই-না চমৎকার ২১৯
ঈমানের হাকিকত ২১৯
ধনাঢ্যতা ২২০
যে যেমন চাষ করে তেমন ফল পায় ২২০
বিনয় ২২১
অনর্থক কথাবার্তা ২২১
অন্তর ও ইহসান ২২১
সন্তুষ্টি ২২১
দুনিয়ার যা-কিছু ভালো ছিল তার সব চলে গেছে ২২২
মজবুতভাবে দ্বীন আঁকড়ে থাকা ২২২
ঈমানের শেষ সীমানা ২২২
তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করা ২২২
নিকটবর্তীদের দলভুক্ত হওয়া ২২২
জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে ২২৩
ইলম উঠিয়ে নেওয়ার পূর্বে ২২৩
মৃতদের প্রতি সদাচরণ ২২৩
কুফরির চাবিকাঠি ২২৩
সুন্নতের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন ২২৩
নফসের চাহিদা অনুশোচনা তৈরি করে ২২৪
অন্তরের কুমন্ত্রণা ২২৪
ভালোকে ভালো বলে জানা ২২৪
প্রশস্ততার জন্য দুআ ২২৪
ধনাঢ্যতা ও কপটতা ২২৪
মানুষের বিবেকবুদ্ধিতে যা ধরে ২২৪
অন্তরের রোগ-ব্যাধি ২২৫
নেককার ব্যক্তিদের বিদায় ২২৫
ক্ষমাপ্রার্থনা ২২৫
অন্বেষণের মাধ্যমে ইলম অর্জিত হয়ে থাকে ২২৬

ঘরেই যেন আপনার বিচরণ সীমাবদ্ধ থাকে ২২৬
ইয়াকিন ও সন্তুষ্টি ২২৬
শয়তান এবং জিকিরের মজলিস ২২৭
হে মুমিনগণ! ২২৭
নিজেকেই তিরস্কারের উপযুক্ত করে ফেলে ২২৭
দুনিয়ার ক্ষতিসাধন ২২৭
উপদেশদানের সময় ২২৮
আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি এবং নিজেকে তার ওপর সমর্পণ ২২৮
ইনসাফ ২২৮
প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি ২২৮
জ্ঞানের ঝরনাধারা ২৩০
মুমিনের শান্তি ২৩০
ইলম ভুলে যাওয়া ২৩০
মনের আগ্রহ ২৩০
মানুষের সব সম্পদই ঋণ করা ২৩০
সমৃদ্ধ বাণী ২৩১
জবানের কারাগার ২৩১
ব্যক্তির অন্তর তার ধনভান্ডারের সাথেই থাকে ২৩১
রোজা-নামাজ তো তোমরা বেশিই পড়ো ২৩১
মৃতদের অনুসরণ ২৩২
মানুষের সাথে যেভাবে ওঠাবসা করবে ২৩২
সবর ও ইয়াকিন ২৩২
কুরআন বহনকারী ২৩২
কর্মশূন্য মানুষ ২৩৩
দরজায় করাঘাত করা ২৩৩
রাতের মৃত লাশ ২৩৩
ইলম হলো আল্লাহর ভয়ভীতির নাম ২৩৩
বিষয় তো মাত্র দুটি ২৩৩
জালেমকে সাহায্য করা ২৩৫
সাহাবায়ে কেরামের পরিচয় ২৩৫
ধনভান্ডার কোথায় রাখা হবে ২৩৫
ইলমের মর্যাদা ২৩৫
আমল করার জন্য কুরআন কারিম অবতীর্ণ করা হয়েছে ২৩৬
সঙ্গী তোমাকে কতটুকু ভালোবাসে ২৩৬

মৃত্যু তার পেছনে দাঁড়িয়ে ২৩৬
মৃত্যুর তোহফা ২৩৬
দুনিয়ার জন্য ইলম শেখা ২৩৭
ফতোয়া এবং আমি জানি না বলা ২৩৭
যুগের পার্থক্য ২৩৭
আলেম, ছাত্র ও মূর্খ ২৩৮
প্রজ্ঞা ও রহমত ২৩৮
রাজদরবারে যাওয়া ২৩৮
মৃত্যু উত্তম ২৩৮
জবানের কারাগার ২৩৯
যে অল্প সম্পদ যথেষ্ট হয়ে যায় ২৩৯
বিনয় ও অহংকার ২৩৯
সে নিজের আমল বরবাদ করে দিলো ২৪০
নিরাশা ও অহংকার ২৪০
ছাত্ররা ২৪০
ইলম হলো নামাজ ২৪০
ঈমানের দুটি অংশ রয়েছে ২৪০
শেষযুগের হাজিদের অবস্থা ২৪১
তাওবার দরজা বন্ধ হবে না ২৪১
তিন ও চার ২৪১
রাজদরবার ২৪১
বড়দের থেকে ইলম শিক্ষা করা ২৪২
আল্লাহকে ভালোবাসার নিদর্শন ২৪২
ইলম রক্ষা করা ২৪২
আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এবং ঈমান আনা ২৪৩
দারিদ্র্য এবং ধনাঢ্যতা হলো দুটি বাহন ২৪৩
সর্বোত্তম কথা ২৪৩
অন্যায় কাজের প্রতি সন্তোষ মনোভাব ২৪৩
ফুকাহায়ে কেরাম বিদায় নিয়ে নেবেন ২৪৪
মানুষের দৃষ্টান্ত ২৪৪
যার কোনো ঘরবাড়ি নেই তার ঘর হলো দুনিয়া ২৪৪
অন্তর হলো পাত্র ২৪৪
পূর্ববর্তীদের বেশভূষা ২৪৫
শিষ্টাচার ২৪৫

আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.

পূর্ণাঙ্গ ঈমান ২৪৬
উপদেশদাতা হিসাবে মৃত্যু যথেষ্ট ২৪৬
অসুস্থতা ২৪৬

উতবা বিন গাজওয়ান রা.

আবু মুসা আশআরি রা.

ইলম ব্যতীত কথা বলা ২৫০
ইমারত এবং রাজত্ব ২৫০
দুনিয়ার অবস্থা ২৫০
দুনিয়াকে সামনে রাখা হয়েছে ২৫১
অর্থসম্পদ ২৫১
তোমরা কান্না করো ২৫১
অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন ২৫১
বিশৃঙ্খলাকারী লোকেরা ২৫১
ইসলামের সীমা ২৫২
রুটিওয়ালা ২৫২

হুজাইফা ইবনে ইয়ামান রা.

দ্বীনের এক অংশ দিয়ে আরেক অংশকে ২৫৪
মুখে থাকবে কিন্তু আমলে আসবে না ২৫৪
হালাল তালাশ করা ২৫৫
হিসাব ও হিসাব ২৫৫
আলেমগণের সঠিক পথে থাকা ২৫৫
এমন শাসকদের কোনো মূল্য থাকবে না ২৫৫
দ্বীন-ধর্ম কোনো ক্ষতির সম্মুখীন করবে না ২৫৫
জীবিত হওয়া সত্ত্বেও মৃত ২৫৬
নিফাক ২৫৬
খুশুখুজু বা একাগ্রতা হারিয়ে যাওয়া ২৫৬
সবরের ওপর নিজেদের অভ্যস্ত করে তোলা ২৫৬
মুনাফিক হওয়ার আশঙ্কা ২৫৭
আগামীকাল প্রতিযোগিতা হবে ২৫৭

ফিতনার সময় অন্তরের পরীক্ষা হবে ২৫৭
ফিতনার ব্যাপারে সতর্ক করা ২৫৭
যখন সৎকাজের আদেশ করা হবে না ২৫৮
প্রিয় বস্তু হাজির হয়ে গেছে ২৫৮
মধ্যমপন্থা ২৫৮
যদি নির্জন কোথাও থাকতে পারতাম ২৫৮
অনুমান এবং জানা বিষয় ২৫৯
সৎকাজের আদেশ প্রদানে অনীহা ২৫৯
অন্তর ২৫৯
রাজদরবার ২৫৯
কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়া ২৬০
সমুদ্রে ডুবন্ত মানুষের মতো দুআ করা ২৬০
গর্হিত বিষয়ে আপত্তি জানানোর ক্রমধারা ২৬০
যুগের পরিবর্তন ২৬১
বিধিবিধানের পরিবর্তন ২৬১
বদান্যতা ২৬১
অন্তরের বিভিন্নমুখী অবস্থান ২৬১
বিদায়ের সময় চলে এসেছে ২৬২

আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ২৬৩
কর্মবণ্টন ২৬৩
গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে মনে যে বিষয়ে খটকা তৈরি হয় ২৬৩
আশা-আকাঙ্ক্ষা না রাখা ২৬৪
তারা ছিলেন এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানব ২৬৪
শরীর ও দেহের মাধ্যমে দুনিয়াতে থাকবে ২৬৪
এ বিষয়ে আমার জানা নেই ২৬৪
আল্লাহর নামে কেউ আমাদের সাথে প্রতারণা করলে আমরা তার জন্য
প্রতারিত হতে রাজি আছি ২৬৫
অত্যন্ত কঠিন হিসাব হবে ২৬৫
তাদের অন্তর বিগলিত হয়ে যাবে ২৬৫
পার্থিব উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন না করা ২৬৬
সেটা তাকে ছাড়েনি ২৬৬
জবানের পবিত্রতা ২৬৬

যার মধ্যে কুরআন কারিমের জ্ঞান আছে সে কথা বলতে অপারগ নয় ২৬৬
তারা একবেলা পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করতেন আর একবেলা ক্ষুধার্ত থাকতেন ২৬৭
পেট-পিঠ নিয়েই যারা ব্যস্ত ২৬৭
দুনিয়াবিমুখ লোকেরা কোথায়? ২৬৮
যে প্রশংসা মানুষকে ধ্বংস করে দেয় ২৬৮
দুনিয়া পরকালের মর্যাদা হ্রাস করে দেয় ২৬৮
লোকেরা ফিতনায় নিপতিত রয়েছে ২৬৮
চিঠির উত্তর ২৬৯
যা অন্তরকে ব্যস্ত করে ফেলে তা ত্যাগ করা ২৬৯
আগামীকাল তোমার নাম কী হবে সেটা তুমি জানো না ২৬৯
সাহাবায়ে কেরাম হাসতেন ২৬৯
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ২৭০
তোমার অধিবাসীরা কোথায় গেছে? ২৭০
অতিরঞ্জন থেকে আমরা আশ্রয় চাই ২৭০
যে কথাটি বলতে চাই না ২৭০
ইমাম ২৭০
নিফাকির এক-তৃতীয়াংশ ২৭১
লজ্জা ও ঈমান ২৭১
পরনিন্দা ও কূটনামি ২৭১
সালাম ২৭১
খাঁটি ঈমান ২৭১
উত্তম প্রতিবেশী ২৭২
এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের হক ২৭২
আমরাও আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি কিন্তু আমরা তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই না ২৭২
আমরা একে কপটতা বলে গণ্য করতাম ২৭২
ঈমান এবং কুরআন ২৭২
কপটতা ২৭৩
গুরাবা ২৭৩
একফোঁটা অশ্রু এবং ১ হাজার দিনার ২৭৩
আলেম ২৭৪

উবাই ইবনে কাব রা.

হক কবুল করে নেওয়া ২৭৫
সনদ অর্জনের জন্য ইলম শিক্ষা করবেন না ২৭৫

মুমিন নুরের মধ্যেই থাকে ২৭৬
সুন্নত আঁকড়ে থাকা ২৭৬
আল্লাহর কিতাব ২৭৭
যা আল্লাহর জন্য বিসর্জন দেওয়া হয় ২৭৭
বন্ধুর ব্যাপারে সতর্ক থাকবে ২৭৭
দুনিয়া হলো পরকালের প্রস্তুতির জায়গা ২৭৮
তাকওয়া অনুযায়ী বন্ধুত্ব করো ২৭৮

মুয়াজ ইবনে জাবাল রা.

চারটি বিষয়ে সতর্কীকরণ ২৭৯
ইলমের মর্যাদা ২৮০
বালকদের রাষ্ট্রপরিচালনা ২৮১
বিদআত হলো পথভ্রষ্টতা ২৮১
মধ্যমপন্থা ২৮২
তাহাজ্জুদের সময় দুআ করা ২৮২
জীবনের শেষ নামাজ ২৮৩
পরকালকে প্রাধান্য দাও ২৮৩
আল্লাহর জিকির ২৮৩
ইলম ও আমল ২৮৪
নারীদের ফিতনা ২৮৪
তিনটি বিষয় মানুষকে ঘৃণার পাত্র বানিয়ে দেয় ২৮৪
একের পর এক ফিতনা প্রকাশ পেতেই থাকবে ২৮৪
লোকেরা যখন উদাসীন হয়ে যাবে তখন আপনি মনোযোগী হয়ে উঠুন ২৮৫
জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করা ২৮৫
মানুষের সাথে কম কম কথা বলবে ২৮৫
কেবল তখনই অন্তর প্রশান্তি লাভ করতে পারে ২৮৫
যারা মসজিদে ভিক্ষা করে ২৮৬
আলেমের পদস্খলন ২৮৬
জান্নাতিদের অনুশোচনা ২৮৬
স্ত্রীদের মধ্যে সমতা ২৮৬
আলেমের ফিতনা ২৮৬
নামাজের একাগ্রতা ২৮৭
আল্লাহর জিকির ২৮৭
মৃত্যুর সময়ের আশা ২৮৭

মাওয়ায়েজে সাহাবা ⁞ ২৭
শেষ জামানায় ২৮৮

আবু দারদা রা.

যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ ২৮৯
তোমার ভাইয়ের প্রতি যত্নবান হও ২৮৯
তোমাদের সৎকর্মশীলদের ভালোবাসবে ২৯০
নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ২৯০
মৃত্যুর পর ২৯০
ঈমানের সর্বোচ্চ চূড়া ২৯০
আগে নিজের কথা চিন্তা করো ২৯১
আল্লাহ তাআলা তাকে ভালোবাসেন ২৯১
যতক্ষণ তুমি নিজের নফসের প্রতি শত্রুতা না করবে ২৯১
কাউকে উপদেশ দেওয়াও এক ধরনের সদকা ২৯১
দুই ধরনের বদদুআ ২৯২
হে দামেশকের অধিবাসীরা ২৯২
আমি আপনাদেরকে আদেশ করে নিজে যখন তা করি না ২৯২
দ্বীনি বিষয়ে চিন্তাভাবনার সাওয়াব ২৯৩
সচ্ছলতার সময়ও আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করুন ২৯৩
যখন তারা আল্লাহর নির্দেশের বাস্তবায়ন ছেড়ে দেবে ২৯৩
মৃত্যুর মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ ২৯৩
অর্থসম্পদ বাড়ছে আর জীবনের আয়ু কমছে ২৯৪
কবরই মুমিনকে রক্ষা করতে পারে ২৯৪
আমাকে হাসায় এবং কাঁদায় ২৯৪
আমি তো কেবল তার কাজকে ঘৃণা করি ২৯৫
আমি তিন কারণে তিনটি বিষয়কে পছন্দ করি ২৯৫
সন্তানদের প্রতি আচরণের ব্যাপারে নির্দেশনামূলক চিঠি ২৯৫
কঠোর হিসাব ২৯৬
কেউ যখন আল্লাহর ক্রোধের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয়ে যায় ২৯৬
আদ জাতির পরিত্যক্ত সম্পদ ২৯৭
তুমি কি ইলম অর্জন করেছ? ২৯৭
বাজারে বসা ২৯৭
মৃত্যুর কথা স্মরণ করা ২৯৮
হজরত সালমান ফারসি রা.-এর প্রতি চিঠি ২৯৮
কঠোর হিসাব ২৯৯

প্রতিদিন তোমার কিছু অংশ চলে যাচ্ছে ৩০০
চতুর্থ শ্রেণির লোক হয়ো না ৩০০
আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করা ৩০১
দরজা তো খোলাই আছে ৩০১
আহলে ইলমদের ভালোবাসুন ৩০১
নফসের চাহিদা ও আমল ৩০১
অন্তরের বিক্ষিপ্ততা ৩০১
আল্লাহর অবাধ্যতা ৩০২
পড়ে থাকা শস্য কুড়িয়ে এনে খাবে ৩০২
যাদের বোঝা হবে হালকা ৩০২
ইলম ও আমল ৩০২
তখন তার দ্বীন-ধর্মের কী আর বাকি থাকবে ৩০৩
চুপ থাকা ৩০৩
আলেমের পদস্খলন ৩০৩
১০০ গোলাম আজাদ করে দিয়েছেন ৩০৪
আল্লাহর জিকির ৩০৪
আমি ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা করি ৩০৪
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সমঝোতা ৩০৪
ইলমের ক্ষুধা ৩০৫
মৃত্যু চলে আসার আগেই ৩০৫
ঘরবাড়ি নির্মাণ ৩০৫
সম্পৎশালীরা ৩০৫
এটা আল্লাহর নেয়ামত ৩০৬
অসিয়ত ৩০৬
আমাদের আরেক বাড়ি রয়েছে ৩০৬
এই মুহূর্তের মতো ৩০৭
বিচক্ষণতার প্রমাণ ৩০৭
নির্বোধ লোকদের রোজা ৩০৭
যদি তিনটি বিষয় না হতো ৩০৮
জিহ্বা ৩০৮
প্রবৃত্তির অনুসরণ ৩০৯
প্রবৃত্তির তাড়না বিপদ ডেকে আনে ৩০৯
সালামের হাদিয়া ৩০৯
মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা ৩০৯

সম্পদের হক আদায় না করা ৩০৯
অদ্ভুত ভালোবাসা ৩১০
আমাদের এবং সম্পৎশালীদের মধ্যকার পার্থক্য ৩১০
সম্পর্ক ছিন্ন করো না ৩১০
জাহেলের আলামত ৩১০
মানুষেরা কাঁটা হয়ে গেছে ৩১১
সৎকাজের আদেশ না করার শাস্তি ৩১১
একটিমাত্র মাসআলা শিক্ষা লাভ করা ৩১১
ভিন্ন এক জগতের মানুষের সাথে ৩১১
একান্তে উপদেশ দেওয়া ৩১১
মানুষের সবকিছুর প্রতি লক্ষ করতে নেই ৩১২
দুনিয়া যে কারণে আল্লাহর নিকট তুচ্ছ ৩১২
ইলম ও জিহাদ ৩১২
মৃত লোকটির পরিচয় কী ৩১২
গুনাহের ব্যাপারে আমি অনুযোগ করছি ৩১৩
মানুষ যখন কারও পিছু পিছু চলে ৩১৩
মনকে সতেজ করে তুলি ৩১৩
আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ইলমের রিজিক প্রদান করেন ৩১৩
মূর্খরা কেন ইলম শিখছে না? ৩১৩
সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে ডাকা ৩১৪
ইলম ও দায়িত্ব ৩১৪
বিষয় তিনটি জাহেলি ৩১৪
যে কারণে মানুষের মধ্যে বিবাদবিসংবাদ দেখা দেয় ৩১৪
আপনাদের কি লজ্জা হয় না ৩১৫
সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ ৩১৫
হালাল উপার্জনের খাত কম ৩১৫
এটাই যথেষ্ট ৩১৫
তাকওয়া ও ইলম ৩১৬
উত্তম জীবিকা ৩১৬
কখনো অসুস্থ না হওয়ার ক্ষতি ৩১৬
এটাই অর্ধেক ইলম ৩১৬
বিপদ কেটে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করো ৩১৬
কিছু বিষয় ৩১৭
কপট একাগ্রতা ৩১৭

মূর্খরা ইলম অর্জন করছে না ৩১৭
সফলতার মূল ৩১৮
কল্যাণের চাবিকাঠি ৩১৮
দুনিয়া ওই ব্যক্তির ঘর যার আসল ঘরবাড়ি নেই ৩১৮
নীরব থাকতে শিখুন ৩১৮
দুনিয়ার ভালোবাসা মানুষের স্বভাবজাত বিষয় ৩১৯

সালমান ফারসি রা.

প্রয়োজন পরিমাণ ইলম অর্জন ৩২০
নিজে উপার্জন করে খেতেন ৩২০
বিনয় ৩২০
যে ব্যক্তি বেশি বেশি কথা বলে ৩২১
তখন আমার বংশ হবে কতই-না সম্মানিত ৩২১
ইলম কখনো কমে না ৩২২
মানুষ তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায় ৩২২
বানোয়াট কথাবার্তা ৩২৩
কোনো ভূখণ্ড তো কাউকে পবিত্র করে তুলতে পারে না ৩২৩
যখন কারও লজ্জা-শরম উঠিয়ে নেওয়া হয় ৩২৪
সালাম পৌঁছানো আমানত ৩২৪
অন্তর ও দেহ ৩২৪
কাফের থেকে শিক্ষা পাচ্ছি ৩২৪
অসুস্থতার মাধ্যমে বান্দাকে সতর্ক করা হয় ৩২৫
আমাকে হাসায় এবং কাঁদায় ৩২৫
যখন খাবার মজুত করা হয় ৩২৬
মুমিন এবং প্রবৃত্তির চাহিদা ৩২৬
মাছি উৎসর্গ করে জাহান্নামে চলে গেল ৩২৬
মন্দ কাজের পর ভালো কাজ করো ৩২৭
বাহ্যিক দিক এবং অভ্যন্তরীণ দিক ৩২৭
হয়তো সত্য বলবে নয়তো চুপ থাকবে ৩২৭
যে দুআ করে তার জন্য ফেরেশতারা যখন শাফাআত করেন ৩২৮
হজরত আবু দারদা রা.-এর প্রতি চিঠি ৩২৮
মধ্যম গতিতে বিরামহীনভাবে চলতে থাকুন ৩২৯
কারও কাছে কিছু না চাওয়া ৩২৯
ফরজ ও নফল ৩২৯

মাওয়ায়েজে সাহাবা ⁞ ৩১
যার গুনাহ হবে সবচেয়ে বেশি ৩২৯
ইলমের ব্যাপক প্রকাশ ৩২৯
আলেমের পদস্খলন ৩৩০
যে কারণে রাষ্ট্রক্ষমতা পছন্দের ছিল না ৩৩০
ইলম হলো ঝরনার মতো ৩৩০
লবণে যদি সুগন্ধিপাতা দেওয়া হতো ৩৩১
অহংকার ৩৩১
ইলমের উত্তরাধিকার ৩৩১
বিদায়ি অসিয়ত ৩৩২

যায়েদ বিন সাবিত রা.

অন্তরের মুখপাত্র ৩৩৩
লজ্জা ৩৩৪

আবু সাইদ খুদরি রা.

মুক্তির উপায় ৩৩৫
লোকপ্রদর্শনী থেকে বেঁচে থাকবে ৩৩৫
সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম ৩৩৬
জিহ্বা ৩৩৬

আবু উমামা আল-বাহেলি রা.

বাড়ির দেয়ালে কুরআন কারিমের অংশ ঝুলিয়ে রাখা ৩৩৭
যদি ঘরে এমন করতে ৩৩৭
গুনাহগারদের সাথে ওঠাবসা ৩৩৭
সালাম ৩৩৭
কবরের সামনে প্রদত্ত নসিহত ৩৩৮
কৃপণতা ৩৩৯
বাহ্যিক সৌন্দর্য ৩৪০

জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালি রা.

প্রথমে দ্বীন, এরপর নফস ৩৪১

হজরত আবু হুরাইরা রা.

ইবলিস তো এখনো জীবিত আছে ৩৪৩
পাপাচারীর নেয়ামতের প্রতি ঈর্ষা ৩৪৩

যখন আপনারা ছয়টি বিষয় ঘটতে দেখবেন ৩৪৪
মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা ৩৪৪
বিস্মৃত বাস্তবতা ৩৪৪
আল্লাহর মজলিসের সদস্য ৩৪৫
মুমিনের মর্যাদা ৩৪৫
দুই শয়তানের কথোপকথন ৩৪৫
সুবর্ণ সুযোগ ৩৪৬
পেটের বিপদ ৩৪৬
তাকওয়া ৩৪৬
যারা মানুষ ছিল তারা সকলেই বিদায় নিয়ে চলে গেছে ৩৪৬
কারও প্রতি বিরক্ত হলে ৩৪৭
পরিমাণে অল্প হলেও তা অনেক বেশি ৩৪৭
গভর্নর যখন লাকড়ির বোঝা বহন করে আনেন ৩৪৭
বড়ই মর্মস্পর্শী উপদেশ ৩৪৭
মসজিদের কারুকাজ করা ৩৪৮
পথের দূরত্ব অনেক বেশি কিন্তু পাথেয় অতি সামান্য ৩৪৮
নফস তোমাদের ধোঁকা দিচ্ছে ৩৪৭
ময়লা ও ব্যথা ৩৪৭
যে ইলম উপকারে আসে না তার দৃষ্টান্ত ৩৪৮
বিপদ-আপদের দুয়ার ৩৪৯
ইলম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ৩৪৯
নফসের চাহিদা ৩৪৯
দুইবার উচ্চ আওয়াজে বলতেন ৩৪৯

হজরত আমর ইবনুল আস রা.

মৃত্যুই মানুষকে পাহারা দিয়ে রাখে ৩৫০
পরকালের পথে ৩৫১
কিন্তু এ বিষয়ে আমি বিরক্ত করি না ৩৫২
বড় পেট ৩৫২
ইনসাফ হলো কোনো জনপদ গড়ে ওঠার মূল বিষয় ৩৫২
কারও কাছে গোপন কোনো কথা বলা ৩৫৩
ইতিহাস থেকে উপকৃত হওয়া ৩৫৩
যে কাজগুলো অতি দ্রুত করা উচিত ৩৫৩
আজকে আমি যে অবস্থায় সকাল করেছি ৩৫৩

মাওয়ায়েজে সাহাবা ⁞ ৩৩
আমরা তো ভালো-মন্দ সব ধরনের কাজে জড়িয়ে পড়েছি ৩৫৪
অকল্যাণ চিনতে পারা ৩৫৫
মৃত্যুর বিবরণ ৩৫৫
সম্পর্ক রক্ষাকারী ৩৫৫
জালেম শাসক যখন উত্তম হয়ে থাকেন ৩৫৬
অনেক বন্ধুবান্ধব থাকা ৩৫৬
কুরআন কারিম তেলাওয়াত ৩৫৬
কোমলতা ৩৫৭
ব্যক্তিত্ব ৩৫৭
বিরক্ত করাটা এক নিকৃষ্ট স্বভাব ৩৫৭
জাতুস সালাসিল ৩৫৭

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.

আজকে যারা অঢেল সম্পদের অধিকারী, কেয়ামতের দিন তারা হবে নিঃস্ব ৩৫৯
জিহ্বাকে আবদ্ধ করে রাখবে ৩৫৯
কান্নার ভান ধরো ৩৫৯
অশ্রু ৩৬০
আমি জানি না ৩৬০
সম্পৎশালীদের হিসাব ৩৬০
বাজার ৩৬০
মুমিনের মৃত্যু ৩৬১

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা.

জিহ্বা ৩৬২
দৃষ্টিশক্তি নিয়ন্ত্রণ করা ৩৬২
বাড়িঘরের জাকাত ৩৬২
রোজার জন্য সহায়ক ৩৬২
এগুলো তো মর্যাদার বিষয় ৩৬৩
আলেমদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৩৬৩
কবিরা গুনাহকে তুচ্ছ মনে করা ৩৬৩

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.

মুসলমানদের বিষয়াদির প্রতি গুরুত্বারোপ ৩৬৪
মানুষের সাথে উত্তম কথা বলুন ৩৬৪
হে গুনাহগার ৩৬৪

প্রবৃত্তি মানুষের মাবুদ হয়ে যায় যখন ৩৬৫
রিজিকের ওপর ধৈর্যধারণ করা ৩৬৫
দিনার-দিরহাম ৩৬৫
যারা মানুষ ছিল তারা তো বিদায় নিয়ে চলে গেছেন ৩৬৬
হঠাৎ প্রবেশের ফলে তৈরি হওয়া অস্বস্তিভাব দূর করতে করণীয় ৩৬৬
ব্যভিচারের পরিণাম ৩৬৬
জিকিরের উপকারিতা ৩৬৬
হজের চেয়েও উত্তম ৩৬৭
হে আল্লাহর বান্দারা! ৩৬৭
প্রজ্ঞা গ্রহণ করুন ৩৬৮
আমার জানা নেই ৩৬৮
সর্বোত্তম ইলম ৩৬৮
ফরজ বিধিবিধান আদায় করা ৩৬৮
যতটুকু জ্ঞান অর্জন তোমার জন্য যথেষ্ট ৩৬৯
অনর্থক বিষয় ৩৬৯
নেককাজের নুর ৩৬৯
আমাদেরকে এমন করারই আদেশ দেওয়া হয়েছে ৩৬৯
অন্যের দুঃখকষ্টে দুঃখিত হওয়া ৩৭০
অর্থসম্পদের উপকারিতা ৩৭০
ইলমের আলোচনা ৩৭০
পথভ্রষ্টতার মিষ্টতা ৩৭০
তোমার দোষত্রুটি ৩৭১
দান-সদকা যখন পূর্ণতা পায় ৩৭১
হালাল রিজিক খোঁজ করা ৩৭১
জিহাদের চেয়েও উত্তম কাজ ৩৭১
ছয়টি বিষয়ের অসিয়ত ৩৭১
পেটই হবে আসল উদ্দেশ্য ৩৭২
হারাম থেকে বেঁচে থাকা ৩৭২
যে ইলম প্রচার করা হয় না ৩৭২
জাহেলি স্বভাব ৩৭২
আলেমের পদস্খলন ৩৭৩
অল্প গুনাহ এবং অল্প আমল ৩৭৩
মুমিনের মর্যাদা ৩৭৩
সাথিকে সম্মান করা ৩৭৪

মাওয়ায়েজে সাহাবা ⁞ ৩৫
সবরের প্রকার ৩৭৪
ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা ৩৭৪
আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত ৩৭৫
আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত বান্দা ৩৭৫
লোকদের বোধগম্য হওয়ার মতো কথা বলুন ৩৭৫
চারটি বৈশিষ্ট্য ৩৭৫
ভালো-মন্দ ৩৭৫
রাজদরবার ৩৭৬
কান্না ৩৭৬
যেভাবে ইলমের বিদায় ঘটে ৩৭৬
অর্থসম্পদের ভিত্তিতে বিচার করা ৩৭৬
কিতাব ও সুন্নাহ ৩৭৬
পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ৩৭৭
অসিয়ত ৩৭৭
ইলম অর্জন করা ৩৭৮

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রা.

মুত্তাকিদের আলামত ৩৭৯
হজের মৌসুমে প্রদত্ত খুতবা ৩৮০

হাসান ইবনে আলি ইবনে আবু তালিব রা.

দুনিয়া ৩৮১
আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্টি ৩৮১
এক বন্ধুর পরিচয় ৩৮২

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.

সর্বোত্তম চরিত্র ৩৮৩
আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ৩৮৩
জনপদ গড়ে ওঠে ৩৮৪
আগ্রহ ৩৮৪
হারাম থেকে বেঁচে থাকা ৩৮৪
প্রথম কোনো বিদআত ৩৮৪
হাদিয়া ৩৮৪
অসদাচারী ৩৮৪
স্বল্প গুনাহ ৩৮৫

বিনয় ৩৮৫
গুনাহ ৩৮৫
সামান্য সদকা ৩৮৫
প্রত্যেকের সাথে তার মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করুন ৩৮৫

উম্মে দারদা

আগে নিজেকে উপদেশ দিন ৩৮৬
মৃত লাশ আমাদেরকে যা বলে থাকে ৩৮৬
ইলম নিয়ে আলোচনা ৩৮৭
অন্তরের পাষণ্ডতা ৩৮৭
যে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ তার ওপর কি তুমি আমল করো? ৩৮৭

ভূমিকা

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহ তাআলার জন্য। সর্বোত্তম দরুদ ও পূর্ণাঙ্গ শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের সাইয়িদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, যাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসাবে পাঠানো হয়েছে। শান্তি বর্ষিত হোক নবিজির পরিবার-পরিজন এবং সকল সাহাবায়ে কেরামের ওপর।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিরা ছিলেন মানবিক গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের শীর্ষচূড়ায় উপনীত এক প্রজন্ম, এই মহান প্রজন্মকে আল্লাহ তাআলা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। হেদায়েতের বাণী সংরক্ষণ করা ও তা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার এই পবিত্র যাত্রায় তারা ছিলেন রাসুলের সঙ্গী, এ পবিত্র যাত্রার ঐতিহাসিক সূচনা হয়েছে উম্মুল কুরা তথা মক্কা থেকে। যে যাত্রার উদ্দেশ্য হচ্ছে, পৃথিবীর সকল প্রান্তেই কল্যাণ ও হেদায়েতের বাণী বহন করে নিয়ে যাওয়া।

মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের এমন শীর্ষচূড়ায় সাহাবিরা পৌঁছেছেন, পূর্ববর্তী কোনো প্রজন্ম সে পর্যন্ত কখনোই পৌঁছতে পারেনি এবং পরবর্তী কোনো প্রজন্মও পৌঁছতে পারবে না। পরম সত্যবাদী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে বলেন,

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

> সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, এরপর সে যুগ যারা তাদের পর আসবে, এরপর সে যুগ যারা তাদেরও পর আসবে।

এ ব্যাপারে সুরা আনআমের একটি আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,

﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾

> আল্লাহ আপন রিসালাতের দায়িত্ব কার ওপর অর্পণ করবেন, তা তিনি ভালোই জানেন। (সুরা আনআম, ১২৪)

তারা ছিলেন সেই প্রজন্ম, যখন আকাশ থেকে একটি একটি করে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তারা তা স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অবতীর্ণ প্রতিটি শব্দ ও অক্ষর নিজেদের মধ্যে ধারণ করে তারা বেড়ে উঠেছেন। ঐশী

ওহি-তরঙ্গের মধ্য দিয়ে তারা জীবনযাপন করেছেন। তারা ছিলেন সেই অবস্থার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, যখন নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওহি অবতীর্ণ হচ্ছিল আর তার চেহারা বেয়ে টপটপ করে ঘাম ঝরছিল।

এমন এক বৈরী পরিবেশ মোকাবিলা করে তারা বেড়ে উঠেছেন, যখন কাফেররা দ্বীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছিল। কেবল ইসলাম গ্রহণের কারণে কাফেরদের কঠোর নির্যাতন-নিপীড়ন ও অবরোধ আরোপের মতো নিষ্ঠুর জুলুমের মুখোমুখি হয়েছেন এ শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস লালনের ফলে তারা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন; পরিবার-পরিজন, অর্থসম্পদ এবং স্বদেশ ত্যাগ করে এক অচেনা ভূমিতে হিজরত করেছেন। যে হিজরতের উদ্দেশ্য ছিল দীর্ঘদিন যাবৎ চলতে থাকা সমস্ত সীমালঙ্ঘন ও জুলুমের মোকাবিলার জন্য জিহাদের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করা এবং বিশ্বচরাচরের সকলের কাছে ঐশী আলোকবর্তিকা পৌঁছে দেওয়া।

সাহাবিরা রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। নবিজির কাছ থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর নির্দেশনাবলি মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেছেন। তিনি যা নিষেধ করেছেন তারা সেগুলো থেকে বিরত থেকেছেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। তাঁর আনন্দে আনন্দিত হয়েছেন। তাঁর ব্যথায় ব্যথিত হয়েছেন। তার জন্য নিজেদের জানমাল, পরিবার-পরিজন সবকিছু উৎসর্গ করেছেন।

তারাই হলেন সেই অনন্য প্রজন্ম, প্রতিটি সত্যবাদী মুমিনই যাদের মর্যাদা প্রদান করে থাকে, কেবল মুনাফিকরাই যাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা করে থাকে।

সাহাবিদের এ শ্রেষ্ঠ প্রজন্মকে এমন মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে, যা অন্য কোনো প্রজন্মকে প্রদান করা হয়নি। তাদের অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন বিষয়ের বোঝাপড়াকে সেই উৎসের মান দেওয়া হয়, যে উৎস আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ যথাযথভাবে বোঝার জন্য সহায়ক হয়ে থাকে। এইজন্য প্রতিটি মুসলমানের নিকট তাদের বক্তব্যসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসের মর্যাদা রাখে। তাদের বক্তব্যসমূহ একজন মুসলমানকে নববি যুগে পৌঁছে দিতে পারে। তখন সে নববি সুবাস গ্রহণ করতে পারে, সুগন্ধি বিচ্ছুরক মহান বিষয়াদি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। আপন অন্তর্চক্ষু দিয়ে সেসব নামের ব্যক্তিদের দেখতে পারে, যুগ যুগ ধরে যারা মানবজাতির শ্রদ্ধা ও ভক্তি পেয়ে আসছেন।

উপরিউক্ত কারণে এবং আরও বেশ কিছু কারণে আমি সাহাবায়ে কেরামের উক্তি এবং তাদের উপদেশমালা সংকলনের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আশা করি এটা হবে এই ধর্ম এবং ধর্মীয় শিক্ষা আঁকড়ে ধরার পথে অন্যতম পদক্ষেপ।

আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী, মুসলমানদেরকে তিনি উত্তমভাবে ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনবেন। তিনি আমাদের এই প্রয়াস এবং অন্য সকল প্রয়াসকে তার জন্য একনিষ্ঠ করে কবুল করে নেবেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলারই জন্য।

সালেহ আহমদ শামী

১ রবিউল আউয়াল ১৪১৯

উত্তম কথা

মানবজাতিকে সঠিক পথপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে অন্যতম কার্যকরী মাধ্যম হচ্ছে উত্তম বাণী বা কথামালা। মানুষের আচারব্যবহারকে সঠিক পন্থায় পরিচালনার পেছনে উত্তম কথামালার গভীর প্রভাব রয়েছে। এমন বহু ছোট্ট বাণী ও বাক্য রয়েছে, যা একজন অপরাধী বা গুনাহগারের জীবন পরিবর্তন ও সঠিক পথপ্রদর্শনের মাধ্যম হতে পারে। অর্থাৎ উত্তম কথার ফলাফল পাওয়া যায় তৎক্ষণাৎ।

এ উত্তম কথামালা বলতে পারার কারণেই আলেমরা হলেন সৃষ্টিজগতের নববি আলোকবর্তিকা। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই আলেমরা নবিগণের ওয়ারিশ। তারাই মানবজাতিকে হকের পথে পরিচালনা করে থাকেন, তাদের আচার-আচরণ এবং উপদেশমালার কল্যাণেই মানুষ সঠিক পথে চলতে পারে।[১]

উত্তম কথামালা মানুষের যাপিত জীবনে এমনই প্রভাব ফেলে থাকে। এ ব্যাপারে আবু দারদা রা. বলেন, কোনো মুমিন যখন আপন সম্প্রদায়কে উপদেশ প্রদান করে, আর সে উপদেশের মাধ্যমে তারা উপকৃত হয়, তাহলে সেটাই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় সদকা হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

এর পাশাপাশি উত্তম কথার আরেকটি প্রভাব রয়েছে, যা উল্লিখিত প্রভাবটির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে, উত্তম বাণীসমূহ মানবাত্মা ও চিন্তা-চেতনার খোরাক হয়ে থাকে। আমাদের শারীরিক সুস্থতা ও কাজকর্ম পরিচালনার জন্য দেহের যেমন খাদ্যের প্রয়োজন হয়, একইভাবে আমাদের প্রাণশক্তি ও বুদ্ধিবিবেচনাকে সক্রিয় রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের খাদ্য-খোরাকের প্রয়োজন রয়েছে। উপদেশসমূহের বিস্তৃত জগৎ থেকে আমরা সে খাদ্যের অভাব পূরণ করে থাকি।

এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের চমৎকার কিছু বক্তব্য রয়েছে, যার মাধ্যমে এ বিষয়টি আরও সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আলি রা. বলেন, তোমরা অন্তরকে নিবিষ্ট করো এবং অন্তরের খোরাকের জন্য প্রজ্ঞাপূর্ণ মূল্যবান বাণীসমূহ তালাশ করো। কেননা আমাদের দেহের মতো অন্তরও ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

---

[১] লেখকের রচিত 'মাওয়ায়িযুল ইমাম হাসান বসরি'-এর ভূমিকা থেকে।

এমনকি দুনিয়াতে জীবিত থাকার আকাঙ্ক্ষার কারণ হিসাবে সাহাবিদের কেউ কেউ উত্তম বাণী শ্রবণ করাকেও উল্লেখ করেছেন। খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, দুনিয়াতে তিনটি বিষয় না থাকলে আমি কামনা করতাম যেন আমার মৃত্যু হয়ে যায়। তিনটি বিষয় হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, আল্লাহর জন্য সেজদা করা এবং সে সকল ব্যক্তির মজলিসে বসা, যারা খুব বেছে বেছে উত্তম কথা বলে থাকেন যেভাবে লোকেরা ভালো ফল বাছাই করে থাকে।

আবু দারদা রা. বলেন, তিনটি বিষয় না থাকলে আমি এই দুনিয়াতে জীবনযাপন করতে চাইতাম না। সেগুলো হলো, দিবস ও রজনীর পালাবদলে আমার সৃষ্টিকর্তার সামনে সেজদাবনত হওয়া, ভরদুপুরে তৃষ্ণা নিবারণ করা এবং সে সকল ব্যক্তির সাথে বসতে পারা, যারা এমনভাবে খুঁজে খুঁজে উত্তম কথামালা মানুষকে বলে থাকেন যেভাবে ফলফলাদি বাছাই করা হয়ে থাকে।

উমর ইবনুল খাত্তাব ও আবু দারদা রা.-এর উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে সাহাবিযুগের সামাজিক একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। সে যুগে সাহাবিরা উত্তম কথামালার মজলিসে বসতেন। উত্তম থেকে উত্তম বিষয়গুলো একে একে এমনভাবে গ্রহণ করতেন, যেভাবে সামনে পরিবেশিত পাত্র থেকে লোকেরা ফলফলাদি তুলে নেয়।

বরং উমর ইবনুল খাত্তাব ও আবু দারদা রা. মনে করতেন, এভাবে উত্তম মজলিসে সমবেত হওয়াটা পরকালের পাথেয় সংগ্রহের এমন এক মাধ্যম, যার ফলে ইহকালীন জীবনযাপনের প্রতি তারা আগ্রহ অনুভব করতেন। উত্তম কথামালা ও ওয়াজ-নসিহত এভাবেই মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শন করে থাকে এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে থাকে। একইভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আত্মায় চাঞ্চল্য সৃষ্টিতে তা বেশ বড় ভূমিকা পালন করে।

এ উপকারিতাগুলোর কারণেই এসব উপদেশ এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়সমূহ সংকলনের চিন্তা আমার মাথায় আসে। এ ক্ষেত্রে আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর একটি উত্তম বাণী থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি। বাণীটি হচ্ছে, সেই মজলিস কতই-না উত্তম যাতে প্রজ্ঞা বিতরণ করা হয়ে থাকে। এমন মজলিসে আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হওয়ার আশা করা যায়।

এ বইয়ের আলোচ্য বিষয়

কুরআন-সুন্নাহর পরের অবস্থানে রয়েছে সাহাবায়ে কেরামের উপদেশমালা ও তাদের প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীসমূহ। কেননা তা আহরিত হয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথামালা থেকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে যে দীক্ষা প্রদান করেছেন এবং যেসব পাঠদান করেছেন, এই বাণীগুলো ছিল তারই ফল। বস্তুত সাহাবিদের উপদেশমালা ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশমালারই প্রতিধ্বনি।

এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, সাহাবায়ে কেরামের বাণীসমূহের মর্যাদা ও অবস্থান কত উচ্চে। আমার জানামতে সাহাবিদের বাণী ও উপদেশসমূহ নিয়ে পৃথক কোনো গ্রন্থ সংকলিত হয়নি; বরং বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থে তা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কোনো বিষয় আলোচনার সময় প্রয়োজন হলে তখন দলিল হিসাবে সাহাবিদের বাণী উল্লেখ করা হয়। হাদিস, যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা), রিকাক (হৃদয়ছোঁয়া কথামালা), আখলাক ও আদবসংক্রান্ত গ্রন্থসমূহে সাধারণত সাহাবিদের বাণীসমূহ বিদ্যমান থাকে। এসব বিক্ষিপ্ত স্থান থেকে সাহাবায়ে কেরামের কথামালা চয়ন করে তা সংকলন করাটা বেশ শ্রমসাধ্য ব্যাপার।

যেহেতু এই কাজের জন্য বেশ চেষ্টা-প্রচেষ্টা, দীর্ঘ সময় এবং ব্যাপক জানাশোনার প্রয়োজন, এজন্য কাজটি শুরু করতে কিছুটা দ্বিধা থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা করব বলে দৃঢ়সংকল্প করি। আমার এই গ্রন্থটি সাহাবিদের বাণীসমূহ সংকলনের ক্ষেত্রে একটি সূচনা মাত্র; আমি আশাবাদী, ধীরে ধীরে বাণীসমূহ সংকলনে পূর্ণতায় পৌঁছতে পারব। আসলে সাহাবায়ে কেরামের উক্তি এবং বক্তব্য এত অধিক যে, তা আমাদের ধারণারও বাইরে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, জীবনীসংক্রান্ত প্রায় সকল গ্রন্থ এবং সে সকল গ্রন্থ যাতে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তার সবগুলোতেই সাহাবায়ে কেরামের একই বক্তব্য বারংবার উল্লেখিত হয়েছে। এ কারণে তাদের সামান্যকিছু বিষয় সংকলন করতেই অধিক সময় ব্যয় করতে হয়। অবশ্য এ ধরনের পুনরাবৃত্তি হওয়াটা একদিক থেকে বেশ উপকারীই ছিল। এভাবে বারংবার উল্লেখের ফলে একটি বক্তব্যকে বেশ কিছু উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে

পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক বক্তব্যটি নির্বাচন করে আনা যায়। কারণ, কিছু কিছু গ্রন্থে সাহাবায়ে কেরামের উপদেশমালা পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখিত না হয়ে তার কোনো খণ্ডিত অংশ এসেছে। আবার অনেক গ্রন্থে দেখা যায়, বক্তব্য উল্লেখের ক্ষেত্রে ক্রটিবিচ্যুতি ঘটে গেছে।

আমাদের আলোচ্য বইটি পড়ার সময় পাঠকের মনে কিছু প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে, সেজন্য আমরা কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করছি, যা পাঠককে সেসব প্রশ্নের উত্তর জানতে সহযোগিতা করবে।

১. সাহাবিদের তালিকাবিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথমে আশারায়ে মুবাশশারার আলোচনা করা হয়েছে। যাদের শুরুতে রয়েছেন খোলাফায়ে রাশেদিন। খোলাফায়ে রাশেদিনের বিন্যাসের সর্বসম্মত যে রীতি রয়েছে, সে রীতি অনুযায়ী তাদের আলোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য সাহাবির মধ্যে যারা আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদের আলোচনা আগে করা হয়েছে। এভাবে বিন্যাস সাজানো হয়েছে।

২. গ্রন্থে কোনো সনদ বা ব্যক্তিসূত্র উল্লেখ করিনি। আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে যারা রিকাক (হৃদয়ছোঁয়া কথামালা), আখলাক-চরিত্র ও হিকমতসংক্রান্ত গ্রন্থ লিখেছেন তাদের অনেকেই এই নীতি অবলম্বন করেছেন। ইমাম আবু হামিদ গাযালি এ মনীষীদের মধ্যে অন্যতম। এমনকি কোনো কোনো তাবেয়ি থেকেও সনদ উল্লেখ না করার এ রীতি বর্ণিত রয়েছে। যেমন হজরত হাসান বসরি রহ. একবার হাদিস বর্ণনা করলে এক ব্যক্তি তাকে বলে, হে আবু সাইদ! আপনি কার থেকে এ হাদিস বর্ণনা করছেন? তিনি উত্তরে বলেন, সেই লোক দিয়ে তুমি করবেটা কী? আমি যার থেকে তা বর্ণনা করেছি তুমি তো ইতিমধ্যেই তার উপদেশ অর্জন করে ফেলেছ এবং তুমি যে সত্যি সত্যি তা শুনেছ সেটাও আমাদের সামনে স্পষ্ট।[২]

প্রকৃত কারণ তো আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, তবে আমাদের যতটুকু মনে হয় হজরত হাসান বসরি রহ.-এর একাধিক মজলিস বসত। ফিকহ ও হাদিসের মজলিসে তিনি সনদ উল্লেখ করতেন। যেমনটা সুনান এবং তাফসিরগ্রন্থে তার থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহে দেখা যায়। পক্ষান্তরে ওয়াজ-নসিহতের যে মজলিসগুলো তিনি করতেন, তাতে সনদ উল্লেখের ক্ষেত্রে শিথিলতা করতেন। কারণ, ওয়াজ-নসিহতের উদ্দেশ্য হলো অন্তরে প্রভাব বিস্তার করা এবং তার

[২] *উয়ুনুল আখবার*, ২/১৩৭

মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করা। তাই স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞানার্জন এবং পাঠদানের মজলিস থেকে তাতে ভিন্নতা তৈরি হবে।

পরবর্তী সময়ের এমন অনেক মনীষীর ক্ষেত্রেও সনদ উল্লেখ না করার এ নীতি লক্ষ করা যায়, যারা সাধারণত সনদ উল্লেখের প্রশ্নে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার 'আল-ইসতিকামা' গ্রন্থের এক জায়গায় এসেছে, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. আবু মুসা আশআরি রা.-এর উদ্দেশে লিখিত এক চিঠিতে বলেন, পরসমাচার, সকল কল্যাণ রয়েছে তাকদিরের ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মধ্যে। তাই পারলে সর্ববিষয়ে সন্তুষ্টি অবলম্বন করুন অন্যথায় ধৈর্যধারণ করুন।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর এই উক্তিটি উল্লেখ করার পর ইবনে তাইমিয়া রহ. মন্তব্য করেন, এটি বেশ চমৎকার উক্তি, যদিও এ কথাটির সূত্র জানা যায় না।

ফলে আমার এ গ্রন্থে সনদ বা ব্যক্তিসূত্র উল্লেখ না করাটা আলোচ্য গ্রন্থের ত্রুটির কারণ বলে গণ্য হতে পারে না। তা ছাড়া আমি তো প্রতিটি বক্তব্যের উৎস উল্লেখ করেই দিয়েছি, পাঠকগণ যার মাধ্যমে এর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করতে পারবেন।

৩. এ সংকলনে কেবল উপদেশমালা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীই উল্লেখ করব। তাই এতে স্বাভাবিকভাবেই সাহাবিদের বিধিবিধানসংক্রান্ত বক্তব্যগুলো স্থান পাবে না।

৪. তেমনইভাবে আমি এতে সে সকল উক্তিও উল্লেখ করিনি যাতে সাহাবায়ে কেরামের ফজিলত এবং মর্যাদার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। কারণ সাহাবায়ে কেরামের জীবনী উল্লেখ করাটা আমাদের এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। যদি কোথাও এ সংক্রান্ত কোনো বিষয় এসে যায়, তাহলে তা উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের আলোচ্য বিষয় তথা উপদেশমালার সঙ্গে কোনো যোগসূত্র থাকার কারণে।

৫. তবে যে-সকল সাহাবির উপদেশমালা আমরা এতে উল্লেখ করেছি, তাদের প্রত্যেকের অতি সংক্ষিপ্ত এক পরিচিতি শুরুতে উল্লেখ করে দিয়েছি।

৬. গ্রন্থের শুরুতে নমুনা হিসাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু উপদেশ উল্লেখ করেছি। কেননা সেই উপদেশই হলো মূল নসিহত। উল্লেখ্য, বিভিন্ন রচয়িতা 'আর-রাকায়িক' বা 'আর-রাকায়িক ওয়ায-যুহদ' শিরোনামের অধীনে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ইমাম বুখারি 'আল জামে আস-সহিহ' গ্রন্থে এমনটা করেছেন।

এগুলোকে ‘রিকাক’ বলার কারণ হচ্ছে, তা অন্তরে কোমলতা তৈরি করে। ভাষাবিদগণ বলেন, আর-রিকাহ অর্থ হলো রহমত। এ কারণেই কারও অন্তরের কোমলতা ও পাষণ্ডতা বোঝাতে বলা হয়ে থাকে, ‘রাকিকুল কলব’ তথা কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং ‘কাসিল কলব’ তথা পাষাণমনা।

আমি এই বইয়ে রিকাকসংক্রান্ত যা উল্লেখ করব, তাতে সহিহ এবং হাসান রেওয়ায়েতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব। প্রতিটি হাদিসের উৎস ও নম্বর উল্লেখ করে দেবো।

আল্লাহ তাআলার নিকট কামনা করি তিনি যেন আমার এই প্রয়াস কবুল করেন। নিশ্চয়ই তিনি উত্তম বিধায়ক।

আর-রাকাইক[৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশমালা

সহিহ বুখারি ও *সহিহ মুসলিমে* এসেছে, আবু ওয়ায়েল বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদেরকে নসিহত করতেন। একবার এক লোক তাকে বলে, হে আবু আবদুর রহমান! আমার ইচ্ছা হয় যদি আপনি প্রতিদিন আমাদেরকে এভাবে উপদেশ দিতেন! আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. উত্তরে বলেন, তোমরা বিরক্ত হবে এ আশঙ্কায় আমি এমনটা করি না। আমরা বিরক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখতেন আমিও উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সেভাবে তোমাদের প্রতি লক্ষ রেখে থাকি।[৪]

এই হাদিস থেকে আমরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি সুন্নাহ জানতে পেরেছি। যা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. নিজে অনুসরণ করতেন এবং এটি যে রাসুলের সুন্নাহ পরে তাও সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন।

হাদিসটি থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. প্রতি বৃহস্পতিবার লোকজনকে নসিহত প্রদান করতেন। অর্থাৎ সপ্তাহে মাত্র একবার তিনি নসিহত করতেন। প্রতি সপ্তাহে এর চেয়ে বেশি সময় নিতেন না। লোকজনের আবেদন সত্ত্বেও তিনি এর চেয়ে বেশি সময় নসিহত করতেন না। তাদের সে আবেদনের প্রেক্ষিতে বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এমন বিরতি দিয়ে নসিহত করতেন। ফলে তিনি রাসুলের সুন্নাহরই

---

[৩] হাদিসের কিতাবগুলোতে 'কিতাবুর রিকাক' বা 'আর-রাকাইক' শিরোনামে মুহাদ্দিসগণ একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করে থাকেন। রিকাক অধ্যায়ে মূলত এমন সব হাদিস সংকলিত হয়, যেগুলো মুমিন হৃদয়কে স্পর্শ করে, অন্তরের মধ্যে যে পাষণ্ড ও শুষ্ক ভাব রয়েছে এই হাদিসগুলো তা দূর করে অন্তরকে কোমল ও আর্দ্র করে তোলে। এই অধ্যায়ের হাদিসগুলো মুমিন অন্তরে আল্লাহর ভয় ও আখেরাতমুখিতা তৈরি করে; দুনিয়ার স্বরূপ ও দুনিয়ার মোহ থেকে বাঁচার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। আর-রাকাইকের শাব্দিক অর্থ কোমল, মিহি ও নরম; যে হাদিসগুলো হৃদয়ের গভীরে স্পর্শ করে, আল্লাহমুখিতা ও ব্যক্তিক্রটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় সেগুলো এই অধ্যায়ে সংকলন করা হয়।

[৪] *সহিহ বুখারি*, ৭০; *সহিহ মুসলিম*, ২৮২১

অনুসরণ করছেন। এরপর কেন নবিজি এমনটা করতেন তিনি তাও উল্লেখ করেছেন।

উল্লিখিত হাদিসের সেসব শিক্ষণীয় দিকগুলো তুলে ধরব, যেগুলো আমাদের আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কিত :

১. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে নসিহত করতেন, তবে শ্রোতারা যাতে বিরক্ত না হয় সেজন্য অধিক পরিমাণে নসিহত করতেন না।

২. উল্লিখিত হাদিসে সে সকল নসিহতের কথা বলা হচ্ছে, যেগুলো বিধিবিধানসংক্রান্ত নয় এবং অনতিবিলম্বে উম্মতের কাছে পৌঁছানো আবশ্যক এমন কোনো সংবাদসংক্রান্ত বিষয়ও নয়। বিশেষত যদি কোনো বিশেষ সময়ের সাথে কোনো নসিহতের সম্পৃক্ততা থাকত, তাহলে সে সময়েই তিনি ওই নসিহত করতেন। ফলে এখানে নসিহত দ্বারা উদ্দেশ্য, নবিজি এমন সকল বিষয়ের মাধ্যমে উপদেশ ও নসিহত প্রদান করতেন, যেগুলোর মূল বিষয় আগেই অবতীর্ণ হয়েছে, অথবা যেগুলো আখলাক-চরিত্র কিংবা পরকালের সাথে সম্পৃক্ত।

৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পর সাহাবায়ে কেরাম মানুষকে ওয়াজ-নসিহত করার মাধ্যমে নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন আমরা দেখতে পাই, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও অন্য সাহাবায়ে কেরাম রা. লোকদেরকে নসিহত করতেন।

৪. সাহাবায়ে কেরাম বাহ্যিক বেশভূষা এবং মৌলিক বিষয়, সর্বক্ষেত্রেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করতেন।

মানুষকে ওয়াজ-নসিহত করার প্রয়োজন ও গুরুত্বের কথা হাদিসেও আছে, কুরআন কারিমের বিভিন্ন আয়াত থেকেও বিষয়টি সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়। সুরা যারিয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

> এবং (হে নবি) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে। (সুরা যারিয়াত, ৫৫)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াজ-নসিহতগুলো কেমন হতো তা বর্ণনা করেছেন সাহাবি ইরবায বিন সারিয়া রা.। তিনি নবিজির নসিহত

প্রদানের একটি চিত্র তুলে ধরেন, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আমাদেরকে ফজরের নামাজ পড়ান, নামাজ শেষে তিনি আমাদের দিকে ফিরে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী নসিহত প্রদান করেন। রাসুলের নসিহত শুনে আমাদের চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে, অন্তরগুলো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায়। তখন এক ব্যক্তি বলে ওঠে, ইয়া রাসুলাল্লাহ, মনে হচ্ছে যেন এটা বিদায়ি নসিহত! তাহলে আমাদের প্রতি আপনার নির্দেশনা কী? তিনি বলেন,

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করছি, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে। আমিরের আনুগত্য করবে, যদিও সে কোনো হাবশি গোলাম হয়। কারণ আমার পর তোমাদের যারা বেঁচে থাকবে তারা উম্মতের মধ্যে নানা ধরনের মতভিন্নতা দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাহ ও সঠিক পথপ্রাপ্ত আমার খলিফাদের সুন্নাহ অনুসরণ করবে। দাঁত দিয়ে তা আঁকড়ে থাকবে। ধর্মের মধ্যে সকল নবোদ্ভাবিত বিষয় থেকে দূরে থাকবে। কারণ নবোদ্ভাবিত সকল বিষয়ই বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই হলো ভ্রষ্টতা।[৫]

নিঃসন্দেহে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল উপদেশই আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। সম্ভবত এ হাদিসটি রিকাক অধ্যায়ের অধিকাংশ হাদিসেরই সারবস্তু।

আল্লাহর জিকির

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর একদল ফেরেশতা আছে, যারা আল্লাহর জিকিরে মশগুল ব্যক্তিদের খোঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তারা কোথাও আল্লাহর জিকিরে মশগুল লোকদের দেখতে পেলে পরস্পরকে ডাক দিয়ে বলে, তোমরা তোমাদের কর্মের দিকে এগিয়ে এসো। এরপর ফেরেশতারা নিজেদের ডানা

[৫] *সুনানে আবু দাউদ*, ৪৬০৭; *সুনানে তিরমিজি*, ২৬৭৬। ইমাম তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।

দিয়ে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত তাদের বেষ্টন করে নেয়। তাদের রব তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন—যদিও ফেরেশতাদের চেয়ে তিনিই অধিক জানেন—আমার বান্দারা কী বলছে? ফেরেশতারা বলে, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, আপনার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, আপনার গুণগান করছে এবং আপনার মহিমা বয়ান করছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর শপথ! তারা আপনাকে দেখেনি। আল্লাহ বলেন, যদি তারা আমাকে দেখত, তাহলে কী করত? তারা বলে, যদি তারা আপনাকে দেখত তবে আরও অধিক আপনার ইবাদত করত, আরও অধিক করে আপনার মহিমা বয়ান করত, আরও বেশি করে আপনার প্রশংসা করত, অধিক পরিমাণে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ বলবেন, তারা আমার কাছে কী চায়? ফেরেশতারা বলবে, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলবে, না, আল্লাহর কসম, হে রব! তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা দেখত তবে তারা কী করত? তারা বলবে, যদি তারা তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরও অধিক লোভ করত, আরও বেশি করে তা চাইত এবং এর জন্য আরও বেশি আকৃষ্ট হতো।

আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন, তারা কী থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়? ফেরেশতারা বলবে, তারা আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চায়। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তারা জবাব দেবে, আল্লাহর কসম, হে রব! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা তা দেখত তখন তাদের কী অবস্থা হতো? তারা বলবে, যদি তারা তা দেখত, তাহলে তা থেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে অনেক বেশি ভয় করত। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতাদের একজন বলবে, তাদের মধ্যে থাকা অমুক ব্যক্তিটা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এক প্রয়োজনে সে এসে গেছে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, এটা তো এমন ব্যক্তিদের মজলিস যেখানে কাউকে বঞ্চিত করা হয় না।[৬]

[৬] *সহিহ বুখারি*, ৬৪০৮; *সহিহ মুসলিম*, ২৬৮৯

দুআ

হজরত আবু জর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি হাদিসে কুদসি বর্ণনা করেন, হাদিসটি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ.

হে আমার বান্দারা! আমি আমার জন্য জুলুম করাকে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা হারাম বলে ঘোষণা করছি। অতএব, তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম করো না। শোনো হে আমার বান্দারা! আমি যাকে হেদায়েত দিই সে ছাড়া তোমাদের সকলেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হেদায়েত চাও, আমি তোমাদের হেদায়েত দেবো। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত, তবে আমি যাকে খাদ্য দান করি সে ব্যতীত, অতএব তোমরা আমার কাছে আহার্য চাও, আমি

তোমাদের আহার করাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই বস্ত্রহীন, তবে আমি যাকে পরিধান করাই সে ব্যতীত। তাই তোমরা আমার কাছে পরিধেয় চাও, আমি তোমাদের পরিধান করাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা রাতদিন অপরাধ করে থাকো আর আমি সব অপরাধ ক্ষমা করে থাকি, সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনো আমার অনিষ্ট করতে পারবে না এবং তোমরা কখনো আমার উপকার করতে পারবে না।

হে আমার বান্দারা! তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষ ও জিন রয়েছে, তাদের মধ্যে যার অন্তর আমাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়, তোমরা সবাই যদি তার মতো হয়ে যাও তাতে আমার রাজত্ব একটুও বৃদ্ধি পাবে না। আর হে আমার বান্দারা! তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষ ও জিন রয়েছে তাদের মধ্যে যার অন্তর সবচেয়ে পাপিষ্ঠ, তোমরা সবাই যদি তার মতো হয়ে যাও তাহলেও আমার রাজত্ব সামান্য পরিমাণও কমবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষ ও জিন রয়েছে, যদি তারা কোনো বিশাল মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই আমার কাছে আবেদন করে আর আমি প্রত্যেকের আবেদন পূরণ করি, তাহলে আমার কাছে থাকা জিনিস থেকে ততটুকুই হ্রাস পাবে, সমুদ্রে সুঁই ডুবিয়ে ওঠালে যতটুকু পানি হ্রাস পায়। হে আমার বান্দারা! তোমাদের আমলই আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষিত রাখি, একসময় এর পূর্ণ বিনিময় প্রদান করব। সুতরাং কেউ কোনো কল্যাণ অর্জন করলে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর কেউ অন্যকিছু পেলে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে।[৭]

ইসলামের নীতিমালা

মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, একবার আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সফর করছিলাম। সফরে থাকা অবস্থায় একদিন নবিজির কাছাকাছি হয়ে হাঁটছি, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি তখন বলেন,

[৭] *সহিহ মুসলিম*, ২৫৭৭

لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ. ثُمَّ قَالَ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ . قَالَ ثُمَّ تَلاَ:﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

ثُمَّ قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ . ثُمَّ قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا. فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

তুমি তো আমাকে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। তবে আল্লাহ কারও জন্য বিষয়টিকে সহজ করে দিলে তা তার জন্য সহজ বিষয়। শোনো, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সঙ্গে কোনোকিছুকে শরিক করবে না, নামাজ কায়েম করবে, জাকাত দেবে, রমজানের রোজা রাখবে এবং বাইতুল্লাহর হজ করবে। তিনি আরও বলেন, আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহ সম্পর্কে বলে দেবো না? শোনো, রোজা হলো ঢালস্বরূপ, সদকা গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয় যেভাবে পানি আগুন নিভিয়ে দেয়। আর মাঝরাতের নামাজও (বেশ গুরুত্বপূর্ণ)।

এরপর নবিজি তেলাওয়াত করেন, 'তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে। আমি তাদেরকে যে রিজিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে।' (সুরা সাজদা, ১৬-১৭)

আয়াত তেলাওয়াত শেষে রাসুল বলেন, আমি এ সকল বিষয়ের মূল, স্তম্ভ ও সর্বোচ্চ শিখর সম্পর্কে কি তোমাকে বলব? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি বলেন, সকল কাজের মূল হলো ইসলাম, এর স্তম্ভ হলো নামাজ এবং সর্বোচ্চ শিখর হলো জিহাদ। তিনি আরও বলেন, আমি কি এ সবকিছুর সার সম্পর্কে তোমাকে বলব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল! তিনি তখন নিজের জিহ্বা ধরে বলেন, এটা সংযত রাখো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবি! আমরা যে কথাবার্তা বলি এগুলো সম্পর্কেও কি আমাদের জবাবদিহি করতে হবে? তিনি তখন বলেন, হে মুআয! তুমি এ বিষয়টা বোঝো না, কেবল জিহ্বার কথার কারণেই তো মানুষকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৮]

❁ ❁ ❁

হারিস আল-আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করেন। নির্দেশ ছিল যেন তিনি নিজেও সে অনুযায়ী আমল করেন এবং বনি ইসরাইলকেও আমল করার আদেশ করেন। কিন্তু তিনি এ নির্দেশগুলো লোকদেরকে জানাতে বিলম্ব করেন। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম তাকে বলেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন যেন আপনি সে অনুযায়ী আমল করেন এবং বনি ইসরাইলকেও তা আমল করার আদেশ করেন, এখন আপনি তাদেরকে এগুলো করতে নির্দেশ দিন, অন্যথায় আমিই তাদেরকে সেগুলো করার আদেশ দেবো। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম বলেন, আপনি আমার আগেই যদি এ বিষয়গুলো বলে দেন, তবে আশঙ্কা হয় যে, আমাকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দেওয়া হবে কিংবা আমার ওপর কোনো আজাব নেমে আসবে।

এরপর তিনি লোকদেরকে বাইতুল মাকদিসে একত্র করেন। মসজিদটি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। এমনকি বারান্দায়ও লোকেরা বসে। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম এরপর তাদেরকে বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ করেছেন, যেন আমি নিজে সে অনুযায়ী আমল করি এবং তোমাদেরকেও আমল করার আদেশ করি।

---

[৮] *সুনানে তিরমিজি*, ২৬১৬; *সুনানে ইবনে মাজাহ*, ৩৯৭৩

প্রথম নির্দেশটি হলো, তোমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে এবং তার সাথে কোনোকিছু অংশীদার করবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে অংশীদার করে তার উদাহরণ হলো এমন ব্যক্তির মতো, যে সোনা বা রুপার মতো দামি সম্পদের বিনিময়ে একটি দাস ক্রয় করে। এরপর দাসটিকে বাড়িতে এনে বলে, এটা আমার বাড়ি আর এগুলো আমার কাজ। তুমি এ কাজগুলো করবে এবং আমাকে আমার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু দেখা গেল, সেই দাস কাজ করত ঠিকই কিন্তু মালিকের প্রাপ্য দিয়ে দিত অন্যকে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি নিজ দাসের এমন আচরণে সন্তুষ্ট থাকতে পারে?

দ্বিতীয় নির্দেশটি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নামাজ আদায় করার আদেশ করেছেন। নামাজ আদায়ের সময় তোমরা এদিক-সেদিক তাকাবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ নামাজ আদায়কারীর প্রতি নিবিষ্ট থাকেন, বান্দা যতক্ষণ নামাজের মধ্যে এদিক-সেদিক না তাকায়।

তৃতীয় নির্দেশ হচ্ছে, তোমরা রোজা রাখবে। রোজাদারের দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে কস্তুরির থলেসহ একদল মানুষের সাথে আছে। কস্তুরির সুবাসে সকলেই মোহিত হচ্ছে। নিশ্চয়ই রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট কস্তুরির সেই সুবাসের চেয়েও অধিক প্রিয়।

চতুর্থত আমি তোমাদেরকে সদকা করার আদেশ দিচ্ছি। সদকাদাতার উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তির মতো, যাকে শত্রুরা বন্দি করে ঘাড়ের সাথে তার হাত বেঁধে রেখেছে এবং হত্যার জন্য তাকে প্রস্তুত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় সে বলল, আমার কমবেশ যা-কিছু আছে, সব নিয়ে যাও আর আমাকে ছেড়ে দাও। এভাবে সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। (তেমনইভাবে সদকার মাধ্যমেও বান্দা বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে যায়।)

পঞ্চম নির্দেশ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ তাআলার জিকির করবে। জিকির আদায়কারীর উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তির মতো, শত্রুরা দ্রুত গতিতে যার পিছু পিছু আসছিল অবশেষে সে এক সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করে শত্রু থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। তেমনইভাবে আল্লাহ তাআলার জিকির ব্যতীত কেউ নিজেকে শয়তান থেকে রক্ষা করতে পারে না।

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমিও তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আমাকে আদেশ করেছেন। নির্দেশগুলো হচ্ছে, আমিরের নির্দেশ শুনবে ও মানবে। জিহাদ করবে। হিজরত করবে এবং জামাতবদ্ধ হয়ে থাকবে। জামাত থেকে যে ব্যক্তি

এক বিঘত পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হয়, সে ইসলামের বন্ধনকে আপন ঘাড় থেকে খুলে ফেলে। তবে পরে ফিরে এলে ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের রীতিনীতির দিকে আহ্বান করে সে জাহান্নামিদের দলভুক্ত। এক ব্যক্তি তখন বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সে যদি নামাজ আদায় করে এবং রোজা রাখে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে নামাজ-রোজা করলেও জাহান্নামিদের দলভুক্ত। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তাআলার পথেই আহ্বান করবে যিনি তোমাদেরকে মুসলিম, মুমিন ও আল্লাহ তাআলার বান্দা নাম রেখেছেন।[৯]

সুন্নত আঁকড়ে থাকা

আবু মুসা আশআরি রা. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উপমা এবং আমাকে যে দ্বীন দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার উপমা হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে কোনো সম্প্রদায়ের কাছে এসে বলে, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার নিজের চোখে শত্রুদের একটি বিরাট বাহিনী দেখেছি, আর আমি হলাম এক প্রকাশ্য সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা বাঁচার পথ খোঁজো।' তখন তার সম্প্রদায়ের একদল লোক তার কথা মান্য করে এবং রাত থাকতেই বেরিয়ে পড়ে। এই দলটি ধীরে ধীরে পথ চলে সহজেই শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। কিন্তু সম্প্রদায়ের অন্য একটি দল সতর্ককারী ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলে নিজেদের স্থানেই অবস্থান করে। ভোর হলে শত্রুদল এসে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়। প্রথম দল হলো এমন ব্যক্তির উপমা, যে আমার আনুগত্য করেছে এবং আমার দ্বীনের অনুগামী হয়েছে। দ্বিতীয় দল হলো ওই ব্যক্তির উপমা, যে আমাকে অমান্য করেছে এবং আমার আনীত দ্বীনকে মিথ্যা বলেছে।[১০]

আমলের সুযোগ

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

দুটি নেয়ামতের বিষয়ে অনেক মানুষ ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। নেয়ামত দুটি হচ্ছে, সুস্থতা ও অবসর।

---

[৯] *মুসনাদে আহমাদ*, ৪/১৩০; *সুনানে তিরমিজি*, ২৮৬৩

[১০] *সহিহ বুখারি*, ৭২৮৩; *সহিহ মুসলিম*, ২২৮৩

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

اغتنمْ خمسًا قبلَ خمسٍ، شبابَك قبل هَرَمِكَ وصحَّتَكَ قبلَ سقمِكَ، وغناكَ قبل فقرِكَ، وفراغكَ قبل شُغلِكَ، وحياتكَ قبل موتِكَ.

তোমরা পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে পাঁচ অবস্থাকে মূল্যায়ন করো। বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বে তোমার যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, দারিদ্র্যের পূর্বে সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।[১১]

দুনিয়া

হজরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الدُّنْيا سِجْنُ المُؤْمِنِ، وجَنَّةُ الكافِرِ.

দুনিয়া মুমিনের কারাগার এবং কাফেরের জান্নাত।[১২]

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মদিনার উঁচু ভূমি) আলিয়া যাওয়ার সময় একটি বাজার অতিক্রম করছিলেন। তার পেছনে মানুষের ভিড় জমে গিয়েছিল। যেতে যেতে তিনি ক্ষুদ্র কানবিশিষ্ট বকরির এক মৃত বাচ্চার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। বকরিটির কান ধরে বলেন, তোমাদের কেউ কি এক দিরহাম দিয়েও এটা ক্রয় করতে চাও? তখন তারা বললেন, আমরা তো এটা কিনতেই চাই না আর এটা দিয়ে আমরা করবই-বা কী? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন, তোমরা কি এটা নিতে চাও? তারা বললেন, এটা যদি জীবিত হতো তবুও তো তা ছিল দোষী। কেননা এর কান হচ্ছে ছোট ছোট। আর এখন তো সেটা মৃত, আমরা কীভাবে তা গ্রহণ করব? এরপর তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! এটা তোমাদের কাছে যতটা তুচ্ছ আল্লাহর কাছে দুনিয়া তার তুলনায় আরও বেশি তুচ্ছ।[১৩]

---

[১১] *মুসতাদরাকে হাকেম*, ৪/৩০৬, আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম একে সহিহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবি তার প্রতি সহমত পোষণ করেছেন।

[১২] *সহিহ মুসলিম*, ২৯৫৬

[১৩] *সহিহ মুসলিম*, ২৯৫৭

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন,

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ.

তুমি দুনিয়ায় থাকো ভিনদেশির মতো অথবা পথিকজনের মতো।[১৪]

যায়েদ ইবনে সাবিত রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ.

দুনিয়াকে কেউ মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে ফেললে আল্লাহ তাআলা তার কাজকর্মে অস্থিরতা সৃষ্টি করে দেন। দারিদ্র্যকে তার চোখে নিবদ্ধ করে দেন। আর সে দুনিয়ার ততটুকুই লাভ করে যতটুকু তার তাকদিরে লেখা রয়েছে। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখেরাত, আল্লাহ তার সবকিছু সুষ্ঠু করে দেবেন, তার অন্তরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করবেন এবং দুনিয়া বাধ্য হয়ে তার সামনে এসে হাজির হবে।[১৫]

দুনিয়ার লোভ-লালসা

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى ثَالِثًا وَلاَ يَمْلا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

যদি আদমসন্তানের দুটি উপত্যকাভরতি অর্থসম্পদও থাকে তবুও সে তৃতীয় আরেকটা তালাশ করবে। কেবল মাটিই বনি আদমের পেট ভরতে পারে। আর যে তাওবা করে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।[১৬]

---

[১৪] *সহিহ বুখারি*, ৬৪১৬

[১৫] *সুনানে ইবনে মাজাহ*, ৪১০৫

[১৬] *সহিহ বুখারি*, ৬৪৩৬

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ حُبُّ الْمَالِ وَطُولُ الْعُمُرِ.

আদমসন্তানের বয়স বাড়ে আর সেইসঙ্গে দুটি জিনিসের চাহিদাও বাড়তে থাকে, ধনসম্পদের লোভ ও দীর্ঘ বয়স বেঁচে থাকার আশা।[১৭]

মিসওয়ার বিন মাখরামা থেকে বর্ণিত, আবু উবাইদা রা. একদিন বাহরাইন থেকে অর্থসম্পদ নিয়ে আসেন। আনসারগণ আবু উবাইদার আগমনের খবর শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে ফজরের সালাতে অংশগ্রহণ করেন। ফজরের সালাত শেষে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উপস্থিত হন। তাদের দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে বলেন, মনে হচ্ছে তোমরা শুনতে পেয়েছ যে, আবু উবাইদা কিছু নিয়ে এসেছে! তারা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন,

فَأَبْشِرُوْا وَأَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ.

তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং যা তোমাদের আনন্দিত করবে তার আকাঙ্ক্ষা রাখো। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্যের ভয় করি না। কিন্তু আশঙ্কা করি যে, তোমাদের ওপর দুনিয়া এমনভাবে বিস্তৃত করে দেওয়া হবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর বিস্তৃত করে দেওয়া হয়েছিল। আর তোমরাও দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে যেমন তারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল এবং তা তোমাদের ধ্বংস করে দেবে, যেমন তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিল।[১৮]

[১৭] *সহিহ বুখারি*, ৬৪২১; *সহিহ মুসলিম*, ১০৪৭
[১৮] *সহিহ বুখারি*, ৩১৫৮; *সহিহ মুসলিম*, ২৯৬১